বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৭৪০২৫

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(২৭)বিবি /২০১৯-২০২০/৪৩৮

তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৪। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (কর্পোরেট শাখাসহ)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ জাল নোট প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক অত্র ব্যাংকের ঘোড়াশাল শাখায় আকস্মিক পরিদর্শনে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট (জাল ও অচল নোট প্রতিরোধ ও পর্যালোচনা কোষ) এর ২৩/০৭/২০১৯ তারিখের সূত্র নং-ডিসিএম(এফএন)ঃ ১১৩/২০১৯-২৮৬৬ এর মাধ্যমে অত্র ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে প্রেরিত পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক ২০/০৬/২০১৯ তারিখে অত্র ব্যাংকের ঘোড়াশাল শাখায় আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনকালে শাখাটিতে কতিপয় অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় পরিদর্শনকারী দল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অনিয়মসমূহ ও তাদের সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক অত্র ব্যাংকের যে সকল শাখা আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়েছে ঐ সকল শাখাসহ বিকেবি, ঘোড়াশাল শাখা পরিদর্শনে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহের পরিপালন প্রতিবেদন (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) জরুরী ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের পরিপালন বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ করা হলোঃ

ভল্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনিয়মঃ

১. ক) ভল্টের অভ্যন্তরে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন- অটোমেটেড Fire alarm নেই, ইস্পাত বেষ্টনী ও সাবডোর নেই, তদস্থলে স্টীলের দরজা লাগানো হয়েছে। রেজিষ্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ক্যাবল Concealed করা হয়নি;
খ) ভল্টের সিকিউরিটি সিস্টেমের সাথে ব্যাংকের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সিস্টেমের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা নেই;
গ) ভল্টে রক্ষিত অর্থের পূর্ণ বীমা আচ্ছাদন করা হয়নি;
ফলে ১নং ক্রমিকে উল্লিখিত অনিয়মসমূহ ভল্টের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং যা বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩ ও ১৮ তারিখ ২৭/০১/২০১৪ ও ১৭/১১/২০১৪ নির্দেশনার পরিপন্থী;
২. ভল্টে রক্ষিত ফ্রেশ নোট প্যাকেটে পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের সাথে অপ্রচলনযোগ্য নোট মিশ্রিত করে রাখা হয়েছে এবং নোট প্যাকেটে ফ্লাইলিফ লাগানো হয়নি যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৭/১০/২০১৩ তারিখের পত্র নং-ইপ্রশাঃ ১৭৪(ক)/২০১৩-১৭২২-১৭৭৩, ১৭৮২, ১৭৮৪ এর নির্দেশনার পরিপন্থী।

ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত অনিয়মঃ

১. ক্যাশ কাউন্টার কর্তৃক গৃহীত নোট সর্টিং না করেই ভল্টে রাখা হয়েছে। জাল নোট সনাক্তকরণে অক্ষমতা, জনসাধারণ/গ্রাহকদের ত্রুটিপূর্ণ/আংশিক নোটের বিনিময়মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে শাখায় নোট সর্টিং, উন্নত মানের জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন, নোট সর্টিং মেশিন এবং নোট মেজারমেন্ট মেশিন ক্রয় ও ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালিত হয়নি যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ইপ্রশাঃ ১৬৯/২০১৩-০৩ তারিখ ১১/১২/২০১৩, পরিপত্র নং-জালনোটঃ ১(পলিসি)/২০০৭-৩০৯ তারিখ- ১৮/১১/২০০৭ এবং সূত্র নং- ইহিশাঃ ১১৪/২০১৫-৯৪২-১০০০ তারিখ-১৮/০২/২০১৫ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;
২. ক্যাশ কাউন্টারে প্রবেশের জন্য কোন প্রবেশ দ্বার না থাকায় যে কেউ কাউন্টারে প্রবেশ করতে পারে। ফলে যে কোন ধরণের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। ক্যাশ কাউন্টারে প্রবেশ দ্বার স্থাপন না করে উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং উক্ত নির্দেশনার পরিপন্থী;

৩. সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কর্মকর্তাগণ জাল নোট সনাক্তকরণে দক্ষ নয় এবং তাদের এ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নেই। জাল নোট নিষ্পত্তির বিষয়েও সম্যক ধারণা না থাকায় ব্যাংকিং চ্যানেলে জাল নোট অনুপ্রবেশের বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ। শাখার ক্যাশ বিভাগে জাল ও আসল নোটের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্যাশ বিভাগে পোস্টিং এর ব্যবস্থা করার নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালিত হয়নি; যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপত্র নং-জালনোটঃ ০১(পলিসি)/২০০৭-৩০৯ তারিখ- ১৮/১১/২০০৭ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;

৪. ক্যাশ কাউন্টারে কর্মরত কর্মকর্তাদের দেহ তল্লাশিপূর্বক কাউন্টারে ঢুকানো হয় না এবং তাদের ব্যক্তিগত ক্যাশ ও অন্যান্য জিনিসপত্র কাউন্টারের বাইরে কোন লকারে রাখার ব্যবস্থা করা হয় না। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে কাউন্টারে প্রবেশের সময় অন্যান্যদের টাকা পয়সা ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি রেজিষ্টারে এন্ট্রিপূর্বক বাইরে রাখা ও তাদেরকে চেকিং এর মাধ্যমে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয় না- যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপত্র নং-জালনোটঃ ০১(পলিসি)/২০০৭-৩০৯ তারিখ ১৮/১১/২০০৭ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;

৫. জনসাধারণকে কয়েন প্রদানের জন্য পৃথক কাউন্টার খোলার নির্দেশনা থাকা সত্বেও পৃথক কাউন্টার খোলা হয়নি, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপত্র নং-১২/২০১৫ তারিখ ১২ নভেম্বর/২০১৫ ও ইপ্রশা ২৬-এ পলিসি/২০১৮ তারিখ ০৩/১২/১৮ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;

৬. ছেঁড়া ফাটা নোট গ্রহণ ও তার বিনিময় মূল্য প্রদান সংক্রান্ত অত্র বিভাগের Note Refund Regulation-2012 সম্পর্কে ক্যাশ অফিসারগণ অবহিত নন। ফলে ছেঁড়া ফাটা নোটের বিনিময় মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ধারণা না থাকায় জনসাধারণের নিকট হতে ছেঁড়া ফাটা নোট গ্রহণ ও পুনর্ভরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক সেবা প্রদানের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ছেঁড়া ফাটা নোটের বিনিময় মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত নোট মেজারমেন্ট মেশিন ক্রয় ও ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালিত হয়নি, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং-ইহিশাঃ ১১৪/২০১৫-৯৪২-১০০০ এর পরিপন্থী;

৭. ব্যাংকের লোকাল অফিস কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জাল নোট বিষয়ে শাখা অফিসসমূহ পরিদর্শন করার কথা থাকলেও শাখাটিতে এ বিষয়ে কোন পরিদর্শনকার্য সম্পাদন করা হয়নি, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ২৯/১০/২০১৮ তারিখের সূত্র নং-ডিসিএম(জালনোট)ঃ ১০ সভা/২০১৮-৩৯৬১-৪০১৭ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;

৮. জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আসল নোট চেনার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পোস্টার গ্রাহকদের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় শাখায় এমন স্থানে প্রদর্শনের কথা থাকলেও তা দেখা যায়নি, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৮/১২/২০১১ তারিখের সূত্র নং-ডিসিএমপিএস(জালনোট)ঃ ১০১/২০১১-৭৭৪-৮০২ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;

৯. শাখায় ১, ২ ও ৫ টাকা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রার প্রতিটি ১০,০০০ পিস মজুদের নির্দেশনা থাকলেও পরিদর্শনকালে শাখায় ১/, ২/- ও ৫/- টাকার কোন ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায়নি; যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২/১১/২০১৫ তারিখের পরিপত্র নং-১২/২০১৫ এর নির্দেশনার পরিপন্থী;

১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারসমূহের অনুসরণে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা থাকলেও শাখার নথিতে কোন সার্কুলার পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তাগণ সার্কুলার সম্পর্কে অবহিত না থাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রমে সার্কুলারের নির্দেশনা বহির্ভূত বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে, যা সকল সার্কুলারের নির্দেশনার পরিপন্থী।

সুপারিশমালাঃ

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে পরিদর্শন দল নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক মনে করেঃ

ভল্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশমালাঃ

১. ক) ভল্টের অভ্যন্তরে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন- সাবডোর স্থাপন, অটোমেটেড Fire alarm যন্ত্র স্থাপন, রেজিষ্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র লকারে রাখা অথবা ভল্ট হতে সরিয়ে ফেলা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ক্যাবলসমূহ কনসিল্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা;

খ) ভল্টের সিকিউরিটি সিস্টেমের সাথে ব্যাংকের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সিস্টেমের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ চালু করা;

গ) কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীর নিকট হতে ভল্টে রক্ষিত অর্থের পূর্ণ বীমা পলিসি গ্রহণপূর্বক তার কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রেরণ করা;

২. ভল্টে রক্ষিত ফ্রেশ নোট প্যাকেটে পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের সাথে অপ্রচলনযোগ্য নোট মিশ্রিত করে রাখা হয়েছে যা সঠিকভাবে বিন্যাস ও সর্টিং করা এবং পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করাসহ নোট প্যাকেটে শাখার নিজস্ব ফ্লাইলিফ লাগানো। এতদসংক্রান্ত পরিপালন প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা;

ক্যাশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশমালাঃ

১. শাখায় উন্নতমানের জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন, নোট সর্টিং এবং নোট মেজারমেন্ট মেশিন জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২. ক্যাশ কাউন্টারে নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ জরুরী ভিত্তিতে দরজা লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৩. শাখার ক্যাশ বিভাগে জাল ও আসল নোটের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোস্টিং এর ব্যবস্থা করা ও তাদের জাল নোট সনাক্তকরণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৪. ক্যাশ কাউন্টারের কর্মরত কর্মকর্তাদের দেহ তল্লাশিপূর্বক কাউন্টারে ঢুকানো এবং তাদের ব্যক্তিগত ক্যাশ ও অন্যান্য জিনিসপত্র কাউন্টারের বাইরে কোন লকারে রাখার ব্যবস্থা করাসহ বিশেষ প্রয়োজনে কাউন্টারে প্রবেশের সময় অন্যান্যদের টাকা পয়সা ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি রেজিষ্টারে এন্ট্রিপূর্বক বাইরে রাখা ও তাদেরকে চেকিং এর মাধ্যমে প্রবেশের ব্যবস্থা করা;
৫. জনসাধারণ/গ্রাহকদেরকে কয়েন প্রদান ও গ্রহনের জন্য পৃথক কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা করা;
৬. ছেঁড়া ফাটা নোট গ্রহণ ও তার বিনিময় মূল্য প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের Note Refund Regulation-2012 সম্পর্কে ক্যাশ অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ছেঁড়া ফাটা নোটের বিনিময় মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত শাখায় নোট মেজারমেন্ট মেশিন ক্রয় ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. ব্যাংকের লোকাল অফিস কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জাল নোট বিষয়ে শাখা অফিসসমূহ পরিদর্শনপূর্বক এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৮. জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আসল নোট চেনার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পোস্টার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইট হতে পোস্টারের সফ্টকপি ডাউনলোডপূর্বক বড় আকারের পোস্টার তৈরী করতঃ গ্রাহকদের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় শাখার এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৯. শাখায় ১, ২ ও ৫ টাকা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রার প্রতিটি ১০,০০০ পিস কিরে লোকাল অফিস হতে সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা; এবং
১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারসমূহ শাখার নথিতে সংরক্ষণ করাসহ এ বিষয়ে কর্মকর্তাগণকে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা।

০৪। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট (ইস্যু হিসাব শাখা) এর ২৭/০৬/২০১৯ তারিখের ডিসিএমঃইহিসাঃ১১৪/২০১৯-২৩৯৭ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগের ০৭/০৭/২০১৯ তারিখের জারীকৃত প্রকাঃশানিব্যউবি-১(২৭)বিবি/২০১৯-২০/২০ নম্বর পত্রের অনুচ্ছেদ ২ এর নিম্নেবর্ণিত (ক) ও (খ) এ উল্লেখিত নির্দেশনা মোতাবেক (ক) এ বর্ণিত নির্দেশনা মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মহাবিভাগ কর্তৃক এবং (খ) এ বর্ণিত নির্দেশনা অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে-

(ক) তফসিলি ব্যাংকের ক্যাশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সকল নির্দেশনার পরিপালন ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় নিশ্চিত করা তথা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে "নগদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসমূহ পরিপালন"- শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(খ) শাখার নোট সর্টিং ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের নিমিত্ত ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতঃ ব্যাংকের ক্যাশ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল নিয়মিত যাচাই করতে হবে।

উল্লেখ্য, অত্র পত্রের অনুচ্ছেদ নং-০৪(ক) এ বর্ণিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার বিষয়টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ তাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত অনুচ্ছেদ সংযোজন বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তার তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগকে অবহিত করবেন এবং ৪(খ) এ বর্ণিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষনের মনোনয়নসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং মনিটরিং এর বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ-২ নিশ্চিত করবে।

০৫। ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২১ মে, ২০১৯ তারিখের ডিসিএম সার্কুলার নং-০৩/২০১৯ মূলে যথাযথভাবে নোট সর্টিং প্রসঙ্গে বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলী ব্যাংক-কে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ অত্র ব্যাংকের সকল শাখা পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যও পরামর্শ দেয়া হলো (কপি সংযুক্ত)।

০৬। এমতাবস্থায়, বিবেচ্য বিষয়ে অত্র বিভাগের ০৯/০৫/২০১৯ তারিখের ১৬৭৯ নম্বর পত্রের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন নিশ্চিত করতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ মোতাবেক তাদের নির্দেশনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিকেবি, ঘোড়াশাল শাখাসহ অত্র ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তিঃ ০৩(তিন) পাতা।

আপনার বিশ্বস্ত,

৩০/৯/২০১৯

(মনির উদ্দিন)
মহাব্যবস্থাপক(চলতি দায়িত্বে)

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(২৭)/বিবি/২০১৯-২০২০/৪৩৮ তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপিঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, স্টাফ কলেজ, বিকেবি, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেম্স, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবি, ওয়েব-সাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা , বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। নথি/মহানথি।

৩০/০৯/২০১৯

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

ডিসিএম সার্কুলার নং-০৩/২০১৯

তারিখ ঃ ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ / ২১ মে, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

যথাযথভাবে নোট সর্টিং প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগ হতে ইস্যুকৃত ০৭/১২/২০১৫ তারিখের ডিসিএম সার্কুলার নং-১৪/২০১৫ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলারের পরিশিষ্ট 'খ'-তে বর্ণিত অপ্রচলনযোগ্য, মিউটিলেটেড ও দাবিযোগ্য নোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্যারান্টি হিসাবে ও চেস্ট হিসাবে নোট জমাদানের ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্যকর হবেঃ

ক) ১) 'অপ্রচলনযোগ্য (Non-Issuable) নোট' এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(i) অত্যধিক ময়লাযুক্ত নোট;
(ii) নোটে অল্প মরিচার চিহ্ন;
(iii) অল্প রং লাগানো নোট;
(iv) নোটের উপর অত্যধিক লেখা, একাধিক সিল, অধিক অনুস্বাক্ষর/স্বাক্ষর বা দাগ;
(v) সামান্য ছেঁড়া/ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত নোট;

২) 'ত্রুটিপূর্ণ (Mutilated) নোট' এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(i) ছেঁড়া/টেপযুক্ত নোট;
(ii) দুই খণ্ডে খণ্ডিত নোট;
(iii) বড় ছিদ্রযুক্ত নোট;
(iv) নোটের কোন অংশ অনুপস্থিত;
(v) তেলযুক্ত নোট।

৩) 'দাবিযোগ্য (Claims) নোট' এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(i) দুই এর অধিক খন্ডে খন্ডিত নোট;
(ii) নোটের কোন অংশ অনুপস্থিত যার পরিমাণ নোটের আয়তনের ১০% বা এর বেশি;
(iii) আগুনে পোড়া/আগুনের আঁচ লাগানো নোট;
(iv) ড্যাম্প/ অত্যধিক নরম/অত্যধিক মরিচাযুক্ত নোট;
(v) নোটে বেশি রং লাগানো।

৪) 'পুনঃপ্রচলনযোগ্য (Re-Issueable) নোট' এর বৈশিষ্ট্য ঃ

উপরে বর্ণিত (অপ্রচলনযোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ ও দাবীযোগ্য) নোট ব্যতিত যে সকল নোট পুনরায় প্রচলনে দেওয়ার উপযোগী সে সকল নোট পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট হিসেবে গণ্য হবে।

খ) উপরে উল্লিখিত নোটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নোট পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে যেসকল বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে সেগুলো পরিশিষ্ট-ক/১-তে বর্ণিত হয়েছে।

গ) ০৭/১২/২০১৫ তারিখে ইস্যুকৃত ডিসিএম সার্কুলার নং-১৪/২০১৫ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সুলতান মাসুদ আহমেদ)
মহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তিঃ ১(এক) পাতা

পরিশিষ্ট-ক/১

ডিসিএম সার্কুলার নং-৩/২০১৯, তারিখঃ ২১/০৫/২০১৯ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নোট পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে পরিপালনীয় বিষয়াবলী ঃ

'অপ্রচলনযোগ্য (Non-Issuable) নোট'

- ক(১)(i) নং ক্রমিকে বর্ণিত "অত্যধিক ময়লাযুক্ত নোট" এর ক্ষেত্রে ময়লার জন্য নোটে এক বা একাধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হলে তা অত্যধিক ময়লা যুক্ত নোট বলে বিবেচিত হবে।
- ক(১)(iii) নং ক্রমিকে বর্ণিত "অল্প রং লাগানো নোট" এর ক্ষেত্রে রং এর জন্য আসল নোটের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে কোন সমস্যা না হলে তা অল্প রং লাগানো নোট বলে বিবেচিত হবে।
- ক(১)(iv) নং ক্রমিকে বর্ণিত "নোটের উপর অত্যধিক লেখা বা দাগ, একাধিক সিল, অধিক অনুস্বাক্ষর/স্বাক্ষর বা দাগ" এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য নোটের এক বা একাধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট/বিকৃত হলে তা এতদ্‌বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- ক(১)(v) নং ক্রমিকে বর্ণিত "সামান্য ছেঁড়া/ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত নোট" এর ক্ষেত্রে যদি ছেঁড়া/ছিদ্র এরূপ থাকে যার ফলে নোটের কোন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন না হয় তাহলে উহা সামান্য ছেঁড়া/ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত নোট বলে বিবেচিত হবে।

'ত্রুটিপূর্ণ (Mutilated) নোট'

- ক(২)(i) নং ক্রমিকে বর্ণিত "ছেঁড়া/টেপযুক্ত নোট" এর ক্ষেত্রে নোটের পরিমাপ ঠিক রেখে ছেঁড়া অংশে নোটের পিছনের দিকে লাগানো সরু টেপ/সাদা কাগজযুক্ত নোট যাতে আসল নোটের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে কোন সমস্যা না হয় এরূপ ক্ষেত্রে তা ছেঁড়া/টেপযুক্ত নোট বলে বিবেচিত হবে।
- ক(২)(ii) নং ক্রমিকে বর্ণিত "দুই খণ্ডে খণ্ডিত নোট" এর ক্ষেত্রে একইভাবে টেপ/সাদা কাগজ লাগানো নোট এবং উভয় অংশ সন্দেহাতীতভাবে একই নোটের অংশ বলে বিবেচিত হয় এরূপ নোট।
- ক(২)(iii) নং ক্রমিকে বর্ণিত "বড় ছিদ্রযুক্ত নোট" এর ক্ষেত্রে ছিদ্রের ফলে নোটের অনুপস্থিতির পরিমাণ নোটের আয়তনের ১০% এর কম হলে তা এতদ্‌বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

'দাবিযোগ্য (Claims) নোট'

- ক(৩)(v) নং ক্রমিকে বর্ণিত "নোটে বেশি রং লাগানো" এর ক্ষেত্রে রং এর জন্য আসল নোটের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে সমস্যা হলে তা নোটে বেশি রং লাগানো বলে বিবেচিত হবে।

পরিদর্শিত ব্যাংক শাখার নাম	পরিলক্ষিত অনিয়ম	সুপারিশ	ব্যাংক শাখার জবাব	প্রধান কার্যালয়ের মন্তব্য	বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত